এই সময় কলকাতা রবিবার ২৫ আগস্ট ২০১৩

চার্নকের পদার্পণ ও কলকাতার বড় হওয়া

এই সময় রাজভবনের কাছে সেন্ট জনস চার্চে জোহান জোফানির আঁকা যে 'লাস্ট সাপার' ছবিটি আছে, সেটার বৈশিষ্ট্য দিয়ে কথা শুরু করেছিলেন প্রসারভারতীর সিইও জহর সরকার। বলছিলেন, 'রেনেসাঁর আগে এবং রেনেসাঁর পর যতগুলি 'লাস্ট সাপার' ছবি বিশ্ব জুড়ে রয়েছে, তার মধ্যে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। কিন্তু তার মধ্যে এই ছবিটি একটু আলাদা। কারণ, এতে রেনেসাঁ-পূর্ব এবং রেনেসাঁ-উত্তর দুই যুগের শিল্পধারার মিলন ঘটেছে।' শোনা যায়, ১৬৯০ এর ২৪ অগস্ট জোব চার্নক এসেছিলেন। সেন্ট জনস চার্চ, যেখানে চার্নকের সমাধি রয়েছে, সেখানেই এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল তাঁর এখানে আসার দিনটিকে মনে রেখে। কলকাতার প্রধান শিল্প এবং শহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন এ দিনের অনুষ্ঠানে। চার্নকের আসা এবং শহর কলকাতার আত্মপ্রকাশ তো অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত।

সেন্ট জনস চার্চে জহর সরকার। শনিবার

সৌভিক স্মৃতিক

জোব চার্নকের আসার সঙ্গে কলকাতা শহরের জন্মদিনকে মেলানো কত দূর সঙ্গত, জহরবাবু সেই প্রশ্নের নিরসন করেন শুরুতেই। বলেন, 'একটা শহর একদিনে জন্মায় না। বসতি গড়ে ওঠে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে।' তবে, যাঁরা মনে করেন চার্নকের আসা নিছক দুর্ঘটনা, তাঁদের সঙ্গে একমত নন জহরবাবু। ইতিহাস ঘেঁটে তথ্য তুলে দেখালেন, 'এটা নিছক দুর্ঘটনা ছিল না। এর পিছনে নির্দিষ্ট কারণ ছিল। সে সময়ের পরিবহণ, হুগলির পশ্চিম দিকের শহরগুলিতে ব্রিটিশ বিরোধী শক্তির সহাবস্থান এবং হুগলি নদীর পরিখা আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে সহায়ক হবে, এটা ভেবেই এখানে বসতি স্থাপনের কথা ভাবা হয়েছিল।' অবশ্যই যার কারিগর ছিলেন চার্নক।

জোব চার্নকের আসা থেকে ধীরে ধীরে শহর হিসেবে কলকাতার বিবর্তন তুলে ধরলেন প্রায় ঘণ্টাখানেকের বক্তৃতায়। কলকাতার বিভিন্ন জায়গার নাম, তার পিছনের ইতিহাস, বাংলা-বিহার-ওড়িশার নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার ব্রিটিশ আক্রমণ এবং এর পর পলাশীর যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে কী ভাবে সেই বৃত্ত সম্পূর্ণ হল, খুব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করলেন। এর সঙ্গে বুনতে বুনতে গেলেন কলকাতার জন্মবৃত্তান্ত, সেই সময়-সরণি ধরে বেড়ে ওঠার কাহিনি। যার মূল সুর বাঁধা ছিল শুরুতেই — 'একটা শহর এক দিনে জন্মায় না।'